নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ঘোষণা ও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই ঘোষণা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পরবর্তী বছরসমূহে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ধরণ ও মাত্রার উপর মূল্যায়ন করে গৃহীত কার্যক্রমের প্রভাব পর্যালোচনা করা হবে। আইনগত ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন, নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর জন্য সুরক্ষা সেবা, প্রতিকার এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কাজ করবে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সকলের নিজ নিজ অবস্থান হতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আশা করি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

(তারিক-উল-ইসলাম)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বর্তমান প্রেক্ষিত

১.১ পটভূমি ৯
১.২ বাংলাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বর্তমান প্রেক্ষিত ৯
১.৩ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ধরণ ১০
১.৪ নারী ও শিশুর অবস্থার উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ ১১
১.৪.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১২
১.৪.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ ১২
১.৪.৩ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে জাতিসংঘের প্রচারাভিযান ১৪
১.৫ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ১৫
১.৬ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পরিচালিত সমীক্ষা ১৯
১.৭ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের যৌক্তিকতা ২০
১.৮ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ২১
১.৯ ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ২১
১.১০ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কৌশল ২২
১.১০.১ নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধ ২২
১.১০.২ নারী ও শিশুকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর ২২
১.১০.৩ নারী নেতৃত্ব সৃষ্টিকরণ ২৩
১.১১ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সীমা ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: আইনী ব্যবস্থা ও আইনগত সহায়তা

২.১ পটভূমি ২৫
২.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ২৫
২.৩ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ ২৫
২.৪ পরিকল্পনা ও নীতি ২৭
২.৫ আইন ও বিধি এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশনা ২৮
২.৬ লক্ষ্য ৩০
২.৭ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক ৩১

তৃতীয় অধ্যায়: সামাজিক সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন

৩.১ পটভূমি ৪০
৩.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ ৪০
৩.৩ আইন, পরিকল্পনা ও নীতি ৪১
৩.৪ লক্ষ্য ৪১
৩.৫ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছক ৪২

চতুর্থ অধ্যায়: নারী ও শিশুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

৪.১	পটভূমি	৫০
৪.২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	৫০
৪.৩	আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ	৫০
৪.৪	পরিকল্পনা ও নীতি	৫১
৪.৫	লক্ষ্য	৫১
৪.৬	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছক	৫২

পঞ্চম অধ্যায়: সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর জন্য সুরক্ষা সেবা

৫.১	পটভূমি	৫৬
৫.২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	৫৬
৫.৩	আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ	৫৬
৫.৪	পরিকল্পনা ও নীতি	৫৭
৫.৫	লক্ষ্য	৫৭
৫.৬	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছক	৫৮

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রতিকার এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা

৬.১	পটভূমি	৬৫
৬.২	আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ	৬৫
৬.৩	পরিকল্পনা ও নীতি	৬৬
৬.৪	লক্ষ্য	৬৬
৬.৫	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছক	৬৭

সপ্তম অধ্যায়: কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

৭.১	পটভূমি	৭১
৭.২	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৭১
৭.৩	সমন্বয় ও সহযোগিতা	৭১
৭.৪	বাস্তবায়ন কৌশল	৭১

প্রথম অধ্যায়

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বর্তমান প্রেক্ষিত

প্রথম অধ্যায়

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বর্তমান প্রেক্ষিত

১.১ পটভূমি

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। এসব সহিংসতার ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি ছাড়াও সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এসব সহিংসতার বেশিরভাগ ঘটে থাকে পারিবারিক পরিমন্ডলে। সময়ের সাথে সাথে সহিংসতার ধরনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমানে নারী ও শিশুরা শুধু ঘরেই নয় বরং বাইরেও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক উভয় ধরনের সহিংসতায় নারী ও শিশুর স্থায়ীভাবে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জাতিসংঘের ২০০৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি ৩ জনের একজন নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।[১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৪ সালে উন্নয়নশীল দেশসমূহের উপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় যে, শতকরা ২০ হতে ৬৫ ভাগ স্কুলগামী শিশুরা মৌখিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়।[২] ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী শিশু শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে ২১৮ মিলিয়ন শিশু এর মধ্যে ১২৬ মিলিয়ন শিশুই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।[৩]

১.২ বাংলাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বর্তমান প্রেক্ষিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশে ১৯৯২-২০০৮ সময়ে সম্পাদিত গবেষণা ও জরীপে দেখা যায় যে, শতকরা ৪২-৭০ ভাগ ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। শিশু, কিশোরী এবং ১৯-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে বেশী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। জাতীয় পর্যায়ের ২৪টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

নির্যাতনের ধরণ	২০১০		২০১১		২০১২		২০১৩ (আগস্ট)		মোট	
	নারী	শিশু	নারী	শিশু	নারী	শিশু	নারী	শিশু	নারী	শিশু
শারীরিক	১৬১০	৩৩৯	২০৬০	৪৭২	২৩৮৯	৬১১	১৪৭৭	৫৯৮	৭৫৩৬	২০২০
ধর্ষণ	১২৮	৩০৬	১৭৯	৩৭৩	২৩৯	৪৪৩	১৬৭	৪৪৫	৭১৩	১৫৬৭
গণধর্ষণ	১৩৯	৯৫	১১৫	১২২	৮৪	৮৪	৯২	৮৫	৪৩০	৩৮৬
যৌন হয়রানি	৭৩	৭৬	৮৬	১৪০	১১৭	১৭৪	৬৮	১৪৭	৩৪৪	৫৩৭
দগ্ধ (এসিড দগ্ধ সহ)	১৭৭	৩৬	২১৩	২২	১৭৪	৪২	১০৪	২২	৫৯৬	১৯৪
সর্বমোট	২১২৭	৮৫২	২৬৫৩	১১২৯	৩০০৩	১৩৫৪	১৯০৮	১২৯৭	৯৬১৯	৪৭০৪১.৩

সূত্র: নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম।

১ ইউনাইটে টু এন্ড ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন জাতিসংঘ মহাসচিব পরিচালিত ক্যাম্পইন।
২ এনালাইসিস প্রোভাইডেড টু দি স্টাডি বাই দি গ্লোবাল স্কুল-বেইজড হেলথ্ সার্ভে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
৩ দি এন্ড অফ চাইল্ড লেবার: উইথ ইন গ্লোবাল রিপোর্ট (রেলেভা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা), ২০০৬।

১.৩ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ধরণ

(ক) শারীরিক নির্যাতন: এমন কোন কাজ বা আচরণ করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কাজ করিতে বাধ্য করা বা প্ররোচনা প্রদান করা বা বলপ্রয়োগও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;[৪]

খ) যৌন নির্যাতন: যৌন প্রকৃতির এমন আচরণ ও অন্তর্ভূক্ত হইবে, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্ভ্রম, সম্মান বা সুনামের ক্ষতি হয়।[৫] যৌন নির্যাতনের ধরন:

- ধর্ষণ: যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত [ষোল বৎসরের] অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া অথবা [ষোল বৎসরের] কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।[৬]

- যৌন হয়রানি: যৌন হয়রানির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে- (১) অনাকাংখিত যৌন আবেদনকারী আচরণ (সরাসরি অথবা আকার ইঙ্গিতে) যা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ইঙ্গিত করে। (২) প্রশাসনিক কর্তৃত্বমূলক বা পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে যৌন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন বা প্রচেষ্টা গ্রহণ। (৩) যৌন আবেদনময়ী মুখের অভিব্যক্তি। (৪) যৌন আনুগত্যের অনুরোধ বা আকাঙ্খা। (৫) পর্ণোগ্রাফী প্রদর্শন। (৬) যৌন আবেদনময়ী ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গি। (৭) অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি, হয়রানিমূলক ভাষা ব্যবহার, যৌনতা উদ্দীপক কৌতুক। (৮) চিঠি, টেলিফোন কল, মোবাইল ফোন, এসএমএস, পোস্টারিং, নোটিস, কারখানা, শ্রেনীকক্ষ, পায়খানা ইত্যাদিতে এমন লেখা যা যৌন উদ্দীপক কৌতুক। (৯) ব্লাক মেইল বা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ। (১০) খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে যৌন অথবা যৌন হয়রানির নিমিত্ত অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা। (১১) প্রেম প্রস্তাব দেয়া এবং তা প্রত্যাখানের ফলে চাপ দেয়া বা ভয়ভীতি প্রদর্শন। (১২) কৃত্রিম বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা।[৭]

গ) মানসিক নির্যাতন: মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন বা এমন কোন উক্তি করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির-মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়; হয়রানি অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশের উপর হস্তক্ষেপ।[৮]

ঘ) দগ্ধ নির্যাতন: যে কোন দাহ্য পদার্থ যেমন গরম পানি, গরম পদার্থ, চুলার আগুন, সিগারেটের ছ্যাকা, কেরোসিন তেল, কুপির আগুন ইত্যাদি দ্বারা নির্যাতন।

ঙ) এসিড নির্যাতন: এসিড অর্থ গাঢ়, তরল অথবা মিশ্রণসহ যে-কোন প্রকার সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, ফসফরিক এসিড, কষ্টিক পটাশ, কার্বলিক এসিড, ব্যাটারী ফ্লুইড (এসিড), ক্রোমিক এসিড ও এ্যাকোয়া-রেজিয়া, এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এসিড জাতীয় এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি। এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি অর্থ এসিড নিক্ষেপের ফলে বা অন্য কোনভাবে এসিড দ্বারা শারীরিক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি।[৯]

৪ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।
৫ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।
৬ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০।
৭ নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানি রীট পিটিশন নং- ৮৭৬৯/২০১০।
৮ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।
৯ এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২।

চ) **অর্থনৈতিক নির্যাতন:** অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থে নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা-

আইন বা প্রথা অনুসারে বা কোন আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে সকল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকারী সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকারী উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা অথবা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান; সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রদান না করা; বিবাহের সময় প্রাপ্ত উপহার বা স্ত্রীধন বা অন্য কোন দান বা উপহার হিসাবে প্রাপ্ত কোন সম্পদ হইতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান; সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মালিকানাধীন যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান; অথবা পারিবারিক সম্পর্কের কারণে যে সকল সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধাতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ব্যবহার বা ভোগ-দখলের অধিকার রহিয়াছে উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান।[১০]

ছ) **মানবপাচার:** "মানবপাচার" অর্থ কোন ব্যক্তিকে- (ক) ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া; বা (খ) প্রতারণা করিয়া বা উক্ত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কান অসহায়ত্বকে কাজে লাগাইয়া; বা (গ) অর্থ বা অন্যকোন সুবিধা লেনদেন-পূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিয়া; বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোন শোষণ বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকাইয়া রাখা বা আশ্রয় দেওয়া।[১১]

জ) **বহুবিবাহ:** আইনের শর্তাবলী না মেনে নিজের স্বার্থে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিত অথবা জোরপূর্বক বহুবিবাহ এবং স্ত্রীগণের প্রতি সমতাসূচক আচরণ না করার মতো নির্যাতন পরিলক্ষিত হয়।

ঝ) **বাল্যবিবাহ:** শিশু বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার বয়স পুরুষ হইলে [একুশ বৎসরের] কম এবং নারী হইলে [আঠারো বৎসরের] কম; বাল্যবিবাহ বলিতে সেই বিবাহকে বুঝায় যাহাতে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের যে কোন একজন শিশু।[১২]

১.৪ নারী ও শিশুর অবস্থার উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ:

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩ এর আলোকে নারী নির্যাতনের সংজ্ঞা হলো- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার যে কোন কাজ যা নারীর দৈহিক, যৌন অথবা মানসিক ক্ষতি বা ভোগান্তি হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার মধ্যে ভীতি প্রদর্শন, জোরপূর্বক কার্যসম্পাদন, ব্যক্তি বা সামাজিক পর্যায়ে তার স্বাধীনতা হরণ করা।[১৩]

দারিদ্রতা,সামাজিক রীতিনীতি, সমাজে মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আইনের সুষ্ঠ বাস্তবায়ন না হওয়া, নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, নারী-পুরুষের ক্ষমতার অসমতা নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার অন্যতম কারন। অতীতে এ ধরণের সহিংসতা ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবেই গণ্য হতো। ১৯৭০ এবং ৮০ দশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে, আন্তর্জাতিক দলিল, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন নারী ও শিশু প্রতি সহিংসতার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

[১০] পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।
[১১] মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২।
[১২] বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯।
[১৩] জাতিসংঘের নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিশ্বের অনেক দেশেই অধিকভাবে জনগুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে নারী ও শিশু প্রতি সহিংসতার পরিসর এবং এর ভয়াবহতা আজও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানসিকভাবে নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ, দগ্ধ নির্যাতন, অপহরণ, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু সশস্ত্র হামলায়ও নারী ও শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং প্রোটকলসমূহ নারীর ও শিশুর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। এর মধ্যে জাতিসংঘ প্রদত্ত ঘোষণা, রেজুলিউশন, জাতিসংঘের কনফারেন্স এবং সামিটের বিভিন্ন ডকুমেন্টসসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১.৪.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান:

- সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫ঘ)।
- গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন (অনুচ্ছেদ ১৮.২)।
- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না (অনুচ্ছেদ ২৮.১)
- রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন (অনুচ্ছেদ ২৮.২)।
- নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.৪)।
- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না (অনুচ্ছেদ ২৯.২)

১.৪.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ:

ক) **সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮:**

- সমগ্র মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেই এক অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিৎ (ধারা-১)[১৪]।
- কাউকে নির্যাতন করা যাবে না; কিংবা কারও প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে এহেন শাস্তি দেওয়া যাবে না (ধারা- ৫)।

[১৪] মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮।

খ) জরুরী অবস্থা এবং সশস্ত্র হামলায় নারী ও শিশুর সুরক্ষা ঘোষণাপত্র ১৯৭৪

- ..... বেসামরিক অংশ বিশেষ করে নারী ও শিশুর প্রতি সকল ধরনের যন্ত্রণা, পীড়ন, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, অবমাননাকর আচরণ ও সহিংসতা নিবারণের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে (৪) ।[১৫]
- সামরিক অভিযান বাযুদ্ধরত অবস্থায় নারী ও শিশুর ক্ষেত্রে কারাদন্ড প্রদান, নির্যাতন, হত্যা, গণগ্রেফতার, উচ্ছেদ এবং জবরদস্তিসহ সকল ধরনের দমন, নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে (৫) ।

গ) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯: এই সনদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। এ সনদে ৩০টি ধারা রয়েছে, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনপূর্বক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপন্থার উপর দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ঘ) শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯: এই সনদ অনুযায়ী, শিশুকে শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, আঘাত বা দুর্ব্যবহার, অবহেলা অথবা অযত্ন, যৌন নির্যাতন সহ সকল ধরনের সহিংসতা হতে রক্ষা করার জন্য তার বাবা-মা, অভিভাবক থাকা স্বত্ত্বেও রাষ্ট্র সকল ধরনের উপর্যুক্ত আইনী, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

ঙ) নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩: এই ঘোষণা অনুযায়ী রাষ্ট্র নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা হতে সুরক্ষা সাধনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।[১৬]

চ) বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাক্শন ১৯৯৫: নারীর অগ্রগতির বৈশ্বিক ও জাতীয় দিকনির্দেশনা বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী নারীর অগ্রগতির পথে মূলপ্রতিবন্ধকতাস্বরূপ যেমন: ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল এবং নারী নির্যাতনসহ ১২টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হয়।[১৭]

ছ) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের অপসনাল প্রোটকল ১৯৯৯: নারীর সকল ধরনের মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা পুর্ণভোগ করার নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রোটকল গ্রহণ করবে এবং তা লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[১৮]

(জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ ২০০৬[১৯]:

- শরিক রাষ্ট্র স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা বহুমূখী বৈষ্যমের শিকার এবং এই প্রেক্ষিতে তারা যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সমান ও পূর্ণ উপভোগ করতে পারে সেই লক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা-৬.১)।
- এই সনদে উল্লেখিত সকল মানবাধিকার ও স্বাধীনতা যেন প্রতিবন্ধী নারীরা পূর্নমাত্রায় চর্চা ও উপভোগ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী নারীদের সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা-৬.২)।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে ঘরে বাইরে লিঙ্গ নির্বিশেষে সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য শরিক রাষ্ট্র সকল যথাযথ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা ১৬.১)।

১৫ জরুরী অবস্থা এবং স্বশস্ত্র হামলায় নারী ও শিশুর সুরক্ষা ঘোষণাপত্র ১৯৭৪।
১৬ নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩
১৭ বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাক্শন ১৯৯৫
১৮ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের অপসনাল প্রোটকল ১৯৯৯।
১৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ ২০০৬।

(ঝ) কমিশন অন স্ট্যাটাস অফ উইমেন এর ৫৭তম অধিবেশন ২০১৩ এর কার্যবিবরণী: প্রতিবন্ধী নারী এবং কন্যা শিশুর অধিকার সুরক্ষায় যথাযথ আইনী, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা কারন তাদের কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গৃহে এবং অন্যান্য স্থানে সকল প্রকার সহিংসতা এবং নিপীড়ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশী (জিজি) ।[২০]

১.৪.৩ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে জাতিসংঘের প্রচারাভিযান:

আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ পক্ষ (Sixteen Day Campaign): ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত উইমেন'স গ্লোবাল লিডারশিপ ইন্সটিটিউটের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান। প্রচারাভিয়ানে অংশগ্রহণকারীরা স্থির করে যে ২৫ নভেম্বর তারিখটি হবে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস এবং ১০ ডিসেম্বর হবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। নারীর প্রতি সহিংসতাকে মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত করা এবং এ ধরনের সহিংসতা যে মানবাধিকার লঙ্ঘন সেটার উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য প্রতিরোধ পক্ষ পালিত হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচারাভিযান (UNITE to End Violence Against Women Campaign): জনগণের মাঝে নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়াতে এবং সমগ্র বিশ্বে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে রাজনৈতিক ক্ষেত্র ও সম্পদের বরাদ্ধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব ২০০৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী এ প্রচারাভিযানের ঘোষণা করেন। এই প্রচারাভিযান ২০১৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হবে।

নারী নির্যাতন বন্ধে একত্রিত হয়ে নির্যাতনকে না বলুন (Say No- UNiTE to End Violence Against Women): জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ক্যাম্পেইন সমূহের মাঝে একটি হল Say No- UNiTE to End Violence against Women যা নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে একটি সামাজিক সংহতির প্লাটফর্ম। ইউএন উইমেন ২০০৯ সালের নভেম্বরে এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করে। এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যক্তি, সুশীল সমাজ, সরকারের পদক্ষেপসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সমগ্র বিশ্বে প্রচার এবং এ ব্যাপারে কাজ করতে অন্যান্যদের উৎসাহিত করা।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতিসংঘ ট্রাষ্ট ফান্ড (UN Trust Fund to End Violence Against Women): জাতিসংঘ ট্রাষ্ট ফান্ড নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে একটি আন্তর্জাতিক তহবিল। ১৯৯৫ সালের ২২শে ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এই তহবিল গঠিত হয় যা ইউএন উইমেন দ্বারা পরিচালিত এবং বিভিন্ন দেশের সরকার, প্রাইভেট সেক্টর, ব্যক্তির স্বেচ্ছা প্রণোদিত অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে।

নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ভার্চুয়াল নলেজ সেন্টার (Virtual Knowledge Centre to End Violence Against Women and Girls): নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ভার্চুয়াল নলেজ সেন্টার একটি অনলাইন রিসোর্স যা ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, ও স্প্যানিস ভাষায় অনুদৃত। নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নীতি প্রণয়নকারী, প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী ও অন্যান্য যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে তাদের সহায়তা করার জন্যই ২০১০ সালের মার্চ মাসে ইউএন উইমেন এই অনলাইন নলেজ সেন্টার চালু করে।

সংঘাতময় পরিস্থিতিতে যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অ্যাক্শন (U.N. Action Against Sexual Violence in Conflict): সংঘাতের পূর্বে ও পরে যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে জাতিসংঘের কার্যক্রমের মাঝে সমন্বয় ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, আরও অধিকতর কার্যকরী করা এবং যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন দেশের জাতীয় উদ্যোগকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে জাতিসংঘের ১৩ টি সংগঠন একত্রিত হয়ে এই এ্যাকশন গ্রহণ করে।

২০ কমিশন অন স্ট্যাটাস অফ উইমেন এর ৫৭তম অধিবেশন ২০১৩ এর কার্যবিবরণী

১.৫ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ:

ক. নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়:

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে: সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নারী ও শিশু প্রতি সহিংসতা হ্রাস করা এবং সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- **ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি):** ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য ওসিসি'র কার্যক্রম রয়েছে। ওসিসি হতে স্বাস্থসেবা, পুলিশী সহায়তা, ডিএনএ পরীক্ষা, আইনী সহায়তা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এবং আশ্রয়সেবা প্রদান করা হয়।

- **ডিএনএ ল্যাবরেটরী:** নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীসহ সাতটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগীয় ডিএনএ ক্লিনিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ল্যাবরেটরীতে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে ধর্ষণ, হত্যা, পিতৃত্ব অথবা মাতৃত্বের প্রমাণ, বিদেশে অধিবাসী হতে ইচ্ছুকদের প্রয়োজনীয় ডিএনএ পরীক্ষা অথবা বংশের ধারা প্রমাণ এবং বিভিন্ন দুর্যোগে ও দুর্ঘটনায় নিখোঁজ, মৃত মানুষের পরিচিতি উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

- **ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার:** এ সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, দেশে দক্ষ কাউন্সেলর তৈরীর লক্ষ্যে এই সেন্টার হতে কাউন্সেলিং এর বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- **ডাটা ডাটাবেইজ:** দেশের ২৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার তথ্য ও খবর, পুলিশ সদরদপ্তর, ওসিসি ও ডিএনএ ল্যাবরেটরী, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় প্রেরণ করা হয়।

- **ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল:** দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবাপ্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে মোট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে সংশ্লিষ্ট জেলা সদর হাসপাতাল বা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরের চিকিৎসা সম্পর্কিত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানা যায় এবং নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর চিকিৎসা পরবর্তী ব্যবস্থা যেমন আইনী পরামর্শ, মামলা, মানসিক কাউন্সেলিং, আশ্রয়-সুবিধা, পুনর্বাসন সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

- **নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার:** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় ২০১২ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেন্টারে হেল্পলাইন ১০৯২১ নম্বরে ফোন করে দেশের যে কোন প্রান্ত হতে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শসহ দেশে বিদ্যমান সেবা এবং সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে এই হেল্পলাইন সেন্টার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

খ. নারী-বান্ধব হাসপাতাল কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফের সহায়তায় দেশের ১০টি জেলা এবং ৩টি উপজেলায় নারী-বান্ধব হাসপাতালের কার্যক্রম রয়েছে। নারী-বান্ধব হাসপাতালসমূহ নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে, যেমন: তাৎক্ষণিকভাবে তাকে চিকিৎসা দেয়া হলো কিনা তা দেখা; সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পরিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা/সুবিধা না থাকলে অধিকতর ভাল জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হলো কিনা দেখবে; যানবাহনের ব্যবস্থা করবে, হাসপাতালে ব্যবস্থা না থাকলে কমিউনিটির সাহায্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করবে; আইন সহায়তা প্রদানের জন্য এলাকার আইন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং রুগীর তথ্য যথার্থভাবে এবং যথাযথভাবে নথীভুক্ত করে সংরক্ষণ করা;

গ) উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, বাংলাদেশ পুলিশ:

এই প্রোগ্রামের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় একটি ওমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন চালু করেছে। এই ডিভিশনের মূল লক্ষ্য হলো: ১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় নির্যাতন ও হয়রানির শিকার নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদান; ২) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল অপরাধ বিভাগের নারী ও শিশুর প্রতি সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্তে সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান; ৩) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাধীন নারী ও শিশুদের সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে সচেতন করা; ৪) নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কার্যক্রম আরো ফলপ্রসু করা; ৫) হটলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে কুইক রেসপন্স টিমের গমন এবং ভিকটিমদের আইনী সহায়তা প্রদান; ৬) নারী ও শিশুর প্রতি সংঘটিত অপরাধের তথ্য সংরক্ষণ করা;

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার: বাংলাদেশ পুলিশের তত্ত্বাবধানে ১০টি এনজিওর সমন্বয়ে ২০০৯ সালে ঢাকায় তেজগাঁও থানায় প্রথম ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু করা হয়। পরে ২০১১ সালে রাঙ্গামাটিতে ২য় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম জেলায় এই কার্যক্রম শুরু হবে। এই সেন্টারসমূহ সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুকে আইনী সেবা, চিকিৎসা, মানসিক সহায়তা, সহযোগী এনজিও থেকে আইনগত ও পুনর্বাসন সেবা প্রদান করে। এই সেন্টারে সর্বোচ্চ ৫ দিন থাকা যায়।

ঘ) সাউথ এশিয়ান ইনিশিয়েটিভ ফর ভায়োলেন্স এগেইনস্ট চিলড্রেন (সেইভেক):

এই প্রকল্পের ভিশন হলো বাংলাদেশে সকল শিশু (ছেলে ও মেয়ে) জন্য সকল ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন, অপব্যবহার, অবহেলা এবং বৈষম্য মূল সমাজ গঠন এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করা। মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা ও প্রচারনা বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল ধরণের নির্যাতন শিকার বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি সার্কভুক্ত দেশসমূহ: আফগানস্থান, বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকায় আঞ্চলিক পরিমন্ডলে সরকারী, নাগরিক সমাজ এবং শিশু ফোরামের সমন্বয়ে শিশুদের চলমান সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

ঙ) জয়েন্ট প্রজেক্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন:

জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দ্যেশে মোট ১১টি মন্ত্রণালয় এবং ৯টি ইউএনসংস্থার মাধ্যমে জয়েন্ট প্রজেক্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন (জানুয়ারি ২০১০- জুন ২০১৩) বাস্তবায়িত হয়। এই প্রোগ্রামের ফলাফল ছিল: ১) সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন নীতিমালা, আইনী কাঠামো প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন ও মনিটরিং; ২) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং বৈষম্য দূরীকরণে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন; ৩) সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাশিশু বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণদের জন্য সুষ্ঠ সেবা প্রদান, সেবাপ্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরী;

চ. প্রোটেক্টিং হিউমেন রাইটস প্রোগ্রাম (পিএইচআর), প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অর্ন্তগত ৬টি জেলার ৮টি উপজেলার মোট ১০২টি ইউনিয়নে পিএইচআর এর কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশের নির্দিষ্ট এলাকাসমূহে পারিবারিক সহিংসতা এবং অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন অপরাধের মাত্রা হ্রাস করাই পিএইচআর এর মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো: পারিবারিক সহিংসতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ; মানবাধিকার রক্ষা এবং এতদবিষয়ে প্রচারের সাথে সম্পৃক্তদের দক্ষতা উন্নয়ন; আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যেমন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান; পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুকে সহায়তা করা;মানবাধিকার বিশেষত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক এবং শিক্ষামূলক প্রচারাভিযান সম্প্রসারণ করা।

ছ. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মুল কার্যক্রম হলো- পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, আইনগত পরামর্শ প্রদান, সালিশী মীমাংসা করা, নারী নির্যাতনের ঘটনায় তথ্যানুসন্ধান, মামলা পরিচালনা, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা। সহিংসতার শিকার নারীর নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে আশ্রয় কেন্দ্র 'রোকেয়া সদনে' থাকার ব্যবস্থাসহ পুনর্বাসন করা। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানটি আইন সংস্কার কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, তরুণ-তরুণী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকবৃন্দ, গণমানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, আলোচনা সভা আয়োজন এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। নারী নির্যাতনের ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রশাসনের নিকট মেমোরেন্ডাম প্রদান, আন্দোলনমুখী কার্যক্রমসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ৬১টি সাংগঠনিক জেলা শাখা এবং ২০৫১ তৃণমূল শাখার মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

জ. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি মহিলা আইনজীবীদের অধিকার ও অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নারী ও শিশুদের বিশেষত সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। সমিতি প্রতিরোধ, সুরক্ষা, পুর্নবাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ এই ০৪টি পদ্ধতি অনুসরণ করে এর কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। সমিতির যশোর, চট্টগ্রাম, গাজীপুর ও ঢাকায় ০৪টি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতার শিকার ভিকটিমকে আইন সহায়তা প্রদানসহ পুনর্বাসন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির প্রদেয় পূর্ণাঙ্গ সেবার মধ্যে ভিকটিমকে আশ্রয়, আইনগত সহায়তা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, চিকিৎসা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সহায়তা রয়েছে। সমিতি কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, কমিউনিটি পর্যায়ে প্রতিরোধ কমিটি গঠন, সহিংসতা তথ্য প্রদান ও পর্যবেক্ষণের জন্য কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি কাজ করে আসছে। সমিতি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর পুনঃএকত্রীকরণের কাজ করে। সহিংসতার শিকার নারী ও শিশু উদ্ধার, বিদেশ থেকে ফেরত আনা, পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণের তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে।

ঝ. ব্র্যাক

ব্র্যাক পরিচালিত মেয়েদের জন্য নিরাপদ নাগরিকত্ব প্রোগ্রাম (মেজনিন) এর মুল উদ্দেশ্যে হলো জনসমাগমে মেয়েদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করা এবং এ লক্ষ্যে দেশের উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীগণকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি কমিউনিটি ফোকাসড প্রোগ্রাম তৈরী করেছে। এর উদ্দেশ্য হল যৌন হয়রানির ঘটনা প্রতিকার এবং প্রতিরোধ করার জন্য ১২ হাজার শিক্ষার্থী (মেয়ে এবং ছেলে) এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা এবং তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা এবং এ

ইস্যুতে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি ও সংস্থার সমন্বয়ে আন্দোলনের জোট বা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং তা সচল রাখা। আরেকটি কার্যক্রম হলো জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন লার্নিং (জিকিউএএল) কর্মসূচি।এই প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন, যেন তারা কতগুলো সূচকের আলোকে তাদের অধিকার ও সমতা সম্পর্কে বুঝতে পারে। নারীর প্রতি সহিংসতা কমানো এবং পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে; যা তাদের জ্ঞান-আচরণ-চর্চায় অধিক হারে প্রতিফলিত হবে। ব্র্যাক পরিচালিত কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম, ব্রাক মূল লক্ষ্য হচ্ছে: গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের, বিশেষ করে নারীদের, উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং জনগণের পশ্চাৎপদতা ও ঝুঁকিপূর্ণতা হ্রাস করা ও সর্বোপরি অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ১২ হাজারেরও বেশী পল্লী সমাজ এবং ইউনিয়ন সমাজ নারী নির্যাতনের ঘটনা ও তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে এবং পুনর্বাসন ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণ নিশ্চয়তার লক্ষ্যে কাজ করে।

ঞ. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অন্যতম একটি কর্মসূচী হলো নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা। এই ফাউন্ডেশন মূলতঃ দেশের বিভিন্ন এনজিও'র সাথে সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে এবং তহবিল ও কারিগরী সহায়তা দিয়ে থাকে। যার মূল লক্ষ্য হলো মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনে পরিবর্তন সাধন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি। এই ফাউন্ডেশনের মূল কর্মসূচী সমূহ হলো- নারী প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি; স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা, স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা এবং সহিংসতার শিকার নারীর আইনী সেবা ও সহযোগীতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা; নারী নেতৃত্ব তৈরী ও নারীর অংশগ্রহন; সহিংসতার শিকার নারীর পুনর্বাসন করা; পলিসি এ্যাডভোকেসী ও গবেষণা পরিচালনা করা।

ট. এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন

এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন দেশ হতে এসিড সহিংসতা ক্রমান্বয়ে দুরীকরণ ও হ্রাস এবং এসিড সহিংসতার শিকার ভিকটিমদের সমাজে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এই লক্ষ্যে এসিড দগ্ধের শিকার ভিকটিমদের উন্নতমানের সেবা প্রদানের জন্য ২০ শয্যাবিশিষ্ট 'ঠিকানা' নামক হাসপাতাল রয়েছে। এএসএফ পরিচালিত একটি হটলাইন নম্বর রয়েছে।

ঠ. জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম (এ্যকশন এইড বাংলাদেশ)

দেশে নারী নির্যাতন বন্ধে বিভিন্ন জেলায় কর্মরত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্কে মাধ্যমে এই ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে দু'ভাবে কাজ করতে হবে; প্রথমত, যেসব নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার, তাদেরকে নির্যাতন থেকে মুক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত, সমাজে নির্যাতন বিরোধী মূল্যবোধ সৃষ্টির ফোরামের কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিকারমূলক এপ্রোচ এবং প্রতিরোধমূলক এপ্রোচ নির্ধারণ করা।

ড. ঢাকা আহসানিয়া মিশন

ঢাকা শহরের পথশিশু ও কর্মজীবি শিশুদের জন্য ২টি ড্রপ-ইন-সেন্টার পরিচালনা করা হচ্ছে। পাচারের শিকার ও অন্যান্য সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের পুনরুদ্ধার, প্রত্যাবর্তন ও পুনরাব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ শেল্টার হোমে আবাসনের ব্যবস্থা করে তাদের থাকা-খাওয়া, লেখা-পড়া, বিনোদনমূলক ব্যবস্থা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন দিয়ে পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এই শেল্টার হোম আহসানিয়া মিশনের নিজস্ব ভবনে যশোরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ঢ. সেফ প্রকল্প, আইসিডিডিআর,বি

আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত সেফ প্রকল্প ২০১০ সাল থেকে ঢাকা শহরের মহাখালী, মোহাম্মদপুর ও যাত্রাবাড়ি এই তিনটি এলাকায় মেরী স্টোপস ক্লিনিকের আশেপাশের ১৯ টি বস্তিতে কাজ করছে। এই প্রকল্পের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে: প্রকল্প এলাকায় নারী নির্যাতনের হার কমানো; বাল্যবিয়ে ও অল্পবয়সে গর্ভধারণের হার কমানো এবং নারীদের মাঝে জন্ম নিরোধকের ব্যবহার বৃদ্ধি করা; নারী, বিশেষত তরুণী ও কিশোরীদের মধ্যে নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার অধিকার, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার এবং নিজের পছন্দ এবং মতামত প্রতিষ্ঠার অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো; পুরুষদের এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে কাজ করে নারীর জন্য একটি নিরাপদ এবং উপরোক্ত অধিকার প্রয়োগের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা; নারীদের 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' বা অন্য জায়গা থেকে আইনী সেবা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিতে উৎসাহিত করা; এ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আইন, নীতিমালা সংশোধনে কাজ করা ।

ণ. আমরাই পারি ক্যাম্পেইন

বাংলাদেশে অক্সফামের উদ্যোগে ২০০৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আমরাই পারি ক্যাম্পেইন যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশের আমরাই পারি ক্যাম্পেইন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আমরাই পারি ফোরামের সদস্য। ক্যাম্পেইনের বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে, নারী নির্যাতনের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করার মধ্য দিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশকে নারীর জন্য অধিকতর নিরাপদ স্থানে পরিণত করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে 'আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, বাংলাদেশ' মোট ৪টি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে : নারী নির্যাতন সমর্থন করে এমন প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস ও আচরণের মৌলিক পরিবর্তন। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত এবং দৃশ্যমান অবস্থান গ্রহণ; জেন্ডার সমতাভিত্তিক নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা; নারী নির্যাতন বন্ধে বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সমন্বয়।

এছাড়াও নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইন ও শালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট, অপরাজেও বাংলাদেশ, আরডিআরএস, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, নারীপক্ষ, দুর্বার নেটওয়ার্ক, উষা, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, কর্মজীবী নারী, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যান সংস্থা, ন্যাডপো, উৎস বাংলাদেশ, শিশু অধিকার ফোরাম, প্রিপট্রাস্ট, আভাস, এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রভৃতি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। এসকল কার্যক্রমের মধ্যে নারী ও শিশুর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সুরক্ষা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, মামলা পরিচালনা ও আইনী সহায়তা, চিকিৎসা ও মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে যেখানে সহিংসতার শিকার নারী ও শিশু নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত থাকতে পারে। বেসরকারি সংগঠনসমূহ নাগরিক সমাজের সাথে যৌথভাবে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নারী ও শিশুর পুনবার্সন ও সমাজে পুন:একত্রীকরণে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১.৬ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পরিচালিত সমীক্ষা:

- **এন ইনভেনটরি এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন: হু ইজ ডুয়িং হোয়াট এন্ড হোয়ার ২০০৯:** বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস পরিচালিত সমীক্ষায় নারী নির্যাতনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম এবং এইসকল প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সহিংসতার পরিসংখ্যান এবং নারী প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা কি তা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।[২১]

[২১] এন ইনভেনটরি এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন: হু ইজ ডুয়িং হোয়াট এন্ড হোয়ার, বিআইডিএস, ২০০৯

- **বেইসলাইন সার্ভে অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন ২০০৮:** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় মে-জুন ২০০৮ সময়ে নারী নির্যাতনের উপর বেইসলাইন সার্ভে করা হয়। বেইজলাইন সার্ভে দেশের ৬ টি উপজেলায় পরিচালিত হয়। এই জরীপে মোট ৬১০৫ জন নারী উত্তরদাতা অংশগ্রহণ করেন, যাদের বয়স ১০-৪৯ বছরের মধ্যে ছিল। বেইজলাইন সার্ভের উদ্দেশ্য ছিল: (১) নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রকারভেদ নির্ধারণ; (২) সহিংসতার স্থান নির্ণয়; (৩) সহিংসতা সৃষ্টিকারী কারা তা চিহ্নিত করা; (৪) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের জ্ঞান পরিমাপ করা। এক্ষেত্রে শারীরিক, যৌন, মানসিক, দগ্ধ এই ৪ ধরণের নির্যাতনের উপর আলোকপাত করা হয়। জরিপে দেখা যায় যে শতকরা ৫৮ভাগ নারীই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।[২২]

- **রুরাল এরিয়া অফ বাংলাদেশ : ইমপ্রিকেসন ফর প্রিভেনটিভ ইন্টারভেনশন ২০১১:** আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত বাংলাদেশের শহর (১২৫৪ জন) এবং গ্রামাঞ্চলের (১১৪৬ জন) ১৮ হতে ৪৯ বছর বয়সী সর্বমোট ২৪০০ জন পুরুষের উপর পরিচালিত জরীপে দেখা যায়, শহরের ৫২% এবং গ্রামাঞ্চলের ৪৬% ব্যক্তি তাদের জীবনসঙ্গীকে জীবনদশায় মানসিক নির্যাতন এবং উভয় অঞ্চলের প্রায় ৫২% শারীরিক নির্যাতন করে থাকে। আবার শহরের ১০% এবং গ্রামাঞ্চলের ১৫% ব্যক্তি তার সঙ্গীর সাথে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।[২৩]

- **নারীর প্রতি সহিংসতার উপর জরীপ ২০১১:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত এই জরীপের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতার উপর জাতীয় পরিসংখ্যান তৈরী এবং সার্বিক পরিস্থিতি যেমন সহিংসতার প্রকারভেদ এর কারণ ও ফলাফল, সহিংসতার মাত্রা ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়েছে। সার্ভে অনুযায়ী শতকরা ৬৫ ভাগ বিবাহিত নারী তাদের স্বামী কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তবে গ্রামাঞ্চলে এই নির্যাতনের হার শহরাঞ্চলের তুলনায় অধিক হারে পরিলক্ষিত হয়। শতকরা ৪ ভাগ নারী তাদের শৈশবকালে শারীরিক নির্যাতন এবং শতকরা ৩ ভাগ যৌন নির্যাতন বা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। এছাড়াও শতকরা ৮০ ভাগ নারীই স্বামী কর্তৃক মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।[২৪]

১.৭ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের যৌক্তিকতা:

১৯৯৫ সালে বেইজিং অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর একশন এর ১২৪ (জে) অনুচ্ছেদে সকল স্তরে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে দূরীকরণে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন[২৫] এর কথা বলা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণার ধারা ৪ (ই) এ নারীর প্রতি যে কোন ধরণের সহিংসতা প্রতিরোধে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা[২৬] এর কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও সিডো প্রতিবেদনের ২০১৩ সুপারিশমালার সমাপনী পর্যবেক্ষণের ২০ নং অনুচ্ছেদে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার প্রদান এবং এ লক্ষে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ যেমন নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।[২৭] নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে ২০০৮ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযানের ২নং লক্ষ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে একটি বহুমুখী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।[২৮] ২০০৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের

[২২] বেইজলাইন সার্ভে অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন ২০০৮।
[২৩] রুরাল এরিয়া অফ বাংলাদেশ : ইমপ্রিকেসন ফর প্রিভেনটিভ ইন্টারভেনশন।
[২৪] নারীর প্রতি সহিংসতার উপর জরীপ ২০১১: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
[২৫] বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর একশন ১৯৯৫।
[২৬] নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩।
[২৭] সিডো সুপারিশমালার ২০ নং অনুচ্ছেদে সমাপনী পর্যবেক্ষণ ২৭ আগষ্ট ২০১৩।
[২৮] ইউনাইটে টু এন্ড ভাও ক্যামপেইন ২০০৮।

কার্যবিবরণীর ৬১/১৪৩ এ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূরীকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক একটি শক্তিশালী জাতীয় কর্মপরিকলপনা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[২৯]

আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে যুগোপযুগী একটি কর্মপরিপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

১.৮ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারী, বেসরকারী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে বিভিন্ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার বিয়াম ফাউন্ডেশনে ১১ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি তারিখে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রথম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, মাননীয় সংসদ সদস্য, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসকল কর্মশালায় জেলা ও উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণ, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, আইনজীবি, বেসরকারি সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সুপারিশের আলোকে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার একটি খসড়া তৈরী করা হয়।

পরবর্তীতে ২৭ আগষ্ট ২০১৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে খসড়া কর্মপরিকল্পনার উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে LCG-WAGE এর সভায় কর্মপরিকল্পনার উপর মতামত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও শিশু অধিকার ফোরাম, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং ইউনিসেফের সাথেও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১.৯ ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ:

ভিশন:	২০২৫ সালের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামুক্ত সমাজ গঠন।
মিশন:	নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিকার ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গকে উদ্বুদ্ধকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।
লক্ষ্য:	বহুমাত্রিক সমন্বিত কর্মসূচী ও কর্মকৌশলের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ:

১. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে আইন ও নীতিমালা সময়োপযোগীকরণ এবং কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

[২৯] হ্যান্ডবুক ফর ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান অন ভায়োলেন্স এগেনস্ট ২০১২।

২. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি, বেসরকারি, নাগরিক সমাজের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

৩. নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও টেকসইকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি এবং এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৪. নারী ও শিশুর সুরক্ষা এবং উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।

৫. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, সহিংসতার শিকারদের পুনবার্সন এবং সমাজে পুনঃএকত্রীকরণ।

৬. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রমকে মুলধারায় সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী গ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

১.১০ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কৌশল:

১.১০.১ নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধ:

- সকল নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী এবং বালক-বালিকাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ।
- মিডিয়া, বিজ্ঞাপন এবং জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সামাজিক ও প্রচলিত ধ্যান-ধারনার পরিবর্তন।
- সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি এবং নাগরিক সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ।
- জেন্ডার ও শিশু অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও নীতিসমূহ প্রাথমিক হতে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণ।
- আইন ও নীতিমালা সময়োপযোগীকরণ ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।
- শিক্ষা উপকরণসমূহ নারী ও শিশু বান্ধবকরণ।
- তথ্য প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

১.১০.২ নারী ও শিশুকে দক্ষ মানবশক্তিতে রূপান্তর:

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাসহ টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ মানব শক্তির কোন বিকল্প নাই। নারীকে মানবশক্তিতে রূপান্তরের জন্য পরিবারের বলিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। দক্ষ মানবশক্তি তৈরীর পূর্বশর্ত হলো:-

- শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং কর্মসংস্থানে নারীদের ব্যাপক প্রবেশ নিশ্চিতকরণ এবং নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এতদসংক্রান্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- পরিবারে এবং সমাজে নারীর নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি ।
- নারীকে দক্ষ মানবশক্তিতে রূপান্তরের জন্য পরিবারের সদস্যদের আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা প্রদান।
- নারীকে মানবশক্তিতে রূপান্তরের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ শিশু ও কিশোরীদের কারিগরী শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন ও নারী অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

১.১০.৩ নারী নেতৃত্ব সৃষ্টিকরণ:

- নারী ও শিশুর ক্ষমতায়নের জন্য কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ।
- প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সমাজে নেতৃস্থানীয় হিসেবে তাদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ ।

১.১১ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সীমা:

সময়সীমা: কর্মপরিকল্পনা তিন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে ।

- প্রথম পর্যায়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর স্বল্পমেয়াদ;
- দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর মধ্যমেয়াদ; এবং
- তৃতীয় পর্যায়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে ।

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে ।

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আর্থিক সংস্থান: সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক কার্যক্রম পরিচালনা করা । এছাড়া, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার অর্থানুকূলে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মসূচির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

- ২০১২-১৩ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর বিবেচনা করা হবে । পরবর্তী বছরসমূহে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ধরণ ও মাত্রার উপর বার্ষিক ও সাময়িক মূল্যায়ন করে গৃহীত কার্যক্রমের প্রভাব পর্যালোচনা করা হবে ।
- প্রত্যেক পর্বের শেষে পরিচালিত নিবিড় মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজন বিবেচিত হলে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সংশোধন করা হবে ।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকালীন সময়ে সরকারি পর্যায়ে প্রণীত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আইনী ব্যবস্থা ও আইনগত সহায়তা

দ্বিতীয় অধ্যায়

আইনী ব্যবস্থা ও আইনগত সহায়তা

২.১ পটভূমি

বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসেতা প্রতিরোধকল্পে কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, পারিবারিক সহিংসেতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ প্রভৃতি। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সেল, নারী সহায়তা কেন্দ্র, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা, এবং পুনবার্সন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, আইনজীবীর ফি ও অন্যান্য খরচ বহনে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে জেলা ও সেশন জজ এর অধীনে নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য একটি তহবিল রয়েছে।

সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং এর প্রয়োজনীয়তার নীরিখে আইন পর্যালোচনা, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন। বর্তমান আইনগুলো পর্যালোচনা, নতুন আইন প্রবর্তন, নারী নির্যাতন এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নুতন ধারা প্রবর্তন জাতীয় কর্মপরিকল্পনার একটি অন্যতম লক্ষ্য।

২.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

- সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫ ঘ)।
- গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন (অনুচ্ছেদ ১৮.২)।
- সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী (অনুচ্ছেদ ২৭)।
- রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন (অনুচ্ছেদ ২৮.২)।
- নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.৪)।
- আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার ...(অনুচ্ছেদ ৩১)।

২.৩ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

ক) মানবাধিকারের সর্বজনিন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮[০০]

কারও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কিংবা তাঁর গৃহ, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশীমত হস্তক্ষেপ কিংবা তার সুনাম ও সম্মানের উপর আঘাত করা চলবে না। এ ধরণের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে (ধারা-১২)।

০০ মানবাধিকারের সর্বজনিন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮

- ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পুর্নবয়স্ক নর-নারীর বিয়ে করা এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। বিয়ে, দাম্পত্য জীবন এবং বিবাহ বিচ্ছেদে তাদের সমাজ অধিকার থাকবে (ধারা ১৬.১)।
- বিয়েতে ইচ্ছুক নর-নারীর স্বাধীন এবং পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিয়ে সম্পন্ন হবে (ধারা- ১৬.২)।

খ) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯[০১]

- নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন মানতে বাধ্য করার ব্যবস্থাসহ, যথোপযুক্ত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা (অনুচ্ছেদ ২ খ)।
- পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকারসমূহের সুরক্ষা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং উপযুক্ত জাতীয় আদালত ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোনো বৈষম্য থেকে নারীকে রক্ষা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা (অনুচ্ছেদ ২ গ)।
- শরিক রাষ্ট্রসমূহ নারীকে নিয়ে সব ধরনের অবৈধ ব্যবসা এবং দেহব্যবসার আকারে নারীর শোষণ দমন করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ৬)।
- শরিক রাষ্ট্রসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমকক্ষ হিসাবে বিবেচনা করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.১)।
- শরিক রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষের বৈধ ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেইক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখাশোনার সমান অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের সকল স্তরে তাদের সঙ্গে সমান আচরণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২)।
- শরিক রাষ্ট্রসমূহ নারীর বৈধ ক্ষমতা সংকুচিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইন ভিত্তিক সকল চুক্তি ও যে কোনো ধরণের ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৩)।
- শরিক রাষ্ট্রসমূহ সকল নাগরিকের চলাচল এবং আবাসস্থল ও বসতি স্থাপন বেছে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দেবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৪)।

গ) শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯

মা-বাবা অথবা শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্বে রয়েছে এমন লোকের দারা শিশুর শারীরিক অথবা মানসিক অত্যাচার, দুর্ব্যবহার কিংবা অন্য কোন ধরণের অত্যাচার যেমন যৌন পীড়ন ইত্যাদির হাত থেকে রাষ্ট্র শিশুকে রক্ষা করবে। সকল অত্যাচার রোধের জন্য এবং যে সকল শিশু এ ধরনের অত্যাচারের শিকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য রাষ্ট্র যথাযথ সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৯)[০২]

ঘ) ইউনাইটেড ন্যাশনস রুলস ফর দ্যা প্রোটেকশন অফ জুভেনাইল ডিপ্রাইভড অফ দেয়ার লির্বাটি ১৯৯০ (হাভানা রুলস)

কিশোর বিচার ব্যবস্থায় কিশোর-কিশোরীর অধিকার ও নিরাপত্তাসহ তাদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে (১)[০৩]

০১ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯

০২ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯।

০৩ ইউনাইটেড ন্যাশনস রুলস ফর দ্যা প্রোটেকশন অফ জুভেনাইল ডিপ্রাইভড অফ দেয়ার লির্বাটি ১৯৯০ (হাভানা রুলস)

ঙ) নারীর প্রতি সহিংসেতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩

এই ঘোষণা অনুযায়ী রাষ্ট্র নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসেতা সুরক্ষা সাধনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করবে (ধারা ৪ ঙ) ।[৩৪]

চ) বেইজিং ঘোষণা ও প্লাটফরম ফর অ্যাক্শন ১৯৯৫

নারীর অগ্রগতির বৈশ্বিক ও জাতীয় দিক নির্দেশনা বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী নারীর অগ্রগতির পথে মূল প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ যেমন: ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ,নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল এবং নারী নির্যাতনসহ ১২টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হয়। বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা ১২২-১৩০ অনুচ্ছেদে নারী নির্যাতনের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

ছ) ওয়াসট ফরম অফ চাইল্ড লেবার কনভেনশন (নং- ১৮২) ১৯৯৯

যৌন কাজে লিপ্ত বা পর্নোগ্রাফী কাজে শিশুকে ব্যবহার করা বা প্রস্তাব করা (ধারা ৩.বি) ।[৩৫]

জ) সার্ক কনভেনশেন অন প্রিভেন্টিং এন্ড কমব্যাটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এন্ড চিলড্রেন ফর প্রসটিটিউশন ২০০২।

- এই সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্র আইন ও বিচার বিভাগীয় সংস্থাসমূহকে সনদের আওতাভূক্ত নারী ও শিশু পাচার অপরাধ বিষয়ক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সংবেদনশীল করবে (অনুচ্ছেদ ৮.২) ।[৩৬]

২.৪ পরিকল্পনা ও নীতি

ক) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৩৭]

- নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা (ধারা ১৭.৩)।
- বাল্য বিবাহ, কন্যাশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা (১৮.১)।
- সহিংসতার শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা (১৯.৩)।
- নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন করা (১৯.৪)।
- বিচার ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা (১৯.৬)।
- নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিস্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা (১৯.৭)।

খ) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

- শিশু অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে (৫.৭) ।[৩৮]

৩৪ নারীর প্রতি সহিংসেতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩
৩৫ ওয়াসট ফরম অফ চাইল্ড লেবার কনভেনশন (নং- ১৮২) ১৯৯৯
৩৬ সার্ক কনভেনশন অন প্রিভেন্টিং এন্ড কমব্যাটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এন্ড চিলড্রেন ফর প্রসটিটিউশন ২০০২
৩৭ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
৩৮ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

২.৫ আইন, বিধি ও উচ্চ আদালতের নিদের্শনা:

২.৫.১ আইন ও বিধি

ক. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯

১৮ বছরের নিম্নে মেয়ে এবং ২১ বছরের নিম্নে ছেলের মধ্যে বিবাহকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়।

খ. যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০

এই আইন বলবৎ হওয়ার পর, কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করলে, সে সর্বাধিক পাঁচ বৎসর বা এক বৎসরের নিচে নহে মেয়াদের কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয়বিধ প্রকারে দন্ডনীয় হবে (ধারা ৩) ।[৩৯]

গ. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসেতা প্রতিরোধ এবং সংগঠিত অপরাধের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঘ. এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২

এসিড অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমন করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন। যদি কোন ব্যক্তি এসিড দ্বারা অন্যকোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃতুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে (ধারা ৪) ।[৪০]

ঙ. এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২

এসিডের আমদানী, উৎপাদন, পরিবহন, মজুত, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ক্ষয়কারী দাহ্য পদার্থ হিসেবে এসিডের অপব্যবহার রোধ, এবং এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পুনবার্সন ও আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

চ. নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯

২০০৯ সালে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে সন্তানকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়।

ছ. ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯

মেয়েদের উত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের তফসিলে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ৫০৯ ধারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পন করা হয়।

জ. পারিবারিক সহিংসেতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পারিবারিক সহিংসেতা প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসেতা হইতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসেতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়।

৩৯ যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০।
৪০ এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২।

ঝ. মানবপাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২

মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানবপাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন। কোন ব্যক্তি মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নসহ এই আইনের ধারা ২(১৫) এ বর্ণিত অন্যকোন শোষণের উদ্দেশ্যে অন্যকোন ব্যক্তিকে অপহরণ, গোপন অথবা আটক করিয়া রাখিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১০(দশ) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন (ধারা ১০.১)।[৪১]

ঞ. পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২[৪২]

- কোন ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি উৎপাদন করিলে বা উৎপাদন করিবার জন্য অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করিয়া চুক্তিপত্র করিলে অথবা কোন নারী, পুরুষ বা শিশুকে অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য করিলে অথবা কোন নারী, পুরুষ বা শিশুকে কোন প্রলোভনে অংশগ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে স্থির চিত্র, ভিডিও চিত্র বা চলচ্চিত্র ধারণ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং ২ লক্ষ (দুইলক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন (৮.১)।
- কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে ব্যবহার করিয়া পর্নোগ্রাফি উৎপাদন বিবরণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অথবা শিশু পর্নোগ্রাফি বিক্রয়, সরবরাহ বা প্রদর্শন অথবা কোন শিশু পর্নোগ্রাফি বিজ্ঞাপন প্রচার করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১০ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন (৮.৬)।

ট. শিশু আইন, ২০১৩

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ এবং জাতীয় শিশু নীতি ২০১১-এর সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এই আইন প্রণয়ন করা হয়।

ঠ. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধি, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশুর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা হইতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধি, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।

২.৫.২ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা

- **যৌন হয়রানি[৪৩]:**

কর্মস্থল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা ও মেয়ে শিশুদের প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধকল্পে আদালত একটি নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নীতিমালা সরকারী/বেসরকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। এই নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ: যৌন হয়রানির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা; যৌন হয়রানির ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা; যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

- **নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানি:[৪৪]**

এখন থেকে ইভটিজিং বা উত্যক্তকরণ শব্দাবলী ব্যবহার করা যাবে না। উহার পরিবর্তে এখন থেকে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারি সংস্থা/অফিস এবং প্রচার মাধ্যমে তথাকথিত ইভ টিজিং বা উত্যক্তকরণ/হয়রানিমূলক ঘটনা বুঝাতে "যৌন হয়রানি" বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট শব্দাবলী ব্যবহৃত হবে।

৪১ মানব পাচার (প্রতিরোধ এবং দমন) আইন, ২০১২।
৪২ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২।
৪৩ হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং ৫৯১৬/২০০৮।
৪৪ হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং ৮৭৬৯/২০১০।

২.৭ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক

	বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহ	ক) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল	• রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
		• ১৮টি জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পৃথক স্থাপনা তৈরী। ট্রাইব্যুনালসমূহে প্রতিবন্ধী সহায়ক হতে হবে।	মধ্যমেয়াদী	সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
		• ট্রাইব্যুনালের বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনার পর তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	মধ্যমেয়াদী	
	খ) এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল	• এসিড দমন ট্রাইব্যুনালসহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহ			
গ) পারিবারিক আদালত	● পারিবারিক আদালতের কার্যক্রম পর্যালোচনা।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
	● মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	● পারিবারিক আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) চালু করা।	মধ্যমেয়াদী	
	● প্রতিবন্ধীসহ সকল নারী ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি চালু করা।	স্বল্পমেয়াদী	
ঘ) ভ্রাম্যমাণ আদালত	● যৌন হয়রানি প্রতিরোধে দেশের প্রতিটি উপজেলায় নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করা।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
	● প্রতিটি উপজেলায় নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত কার্যক্রম পরিচালনাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা।	মধ্যমেয়াদী	
ঙ) জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট	● যে সব ফৌজদারী মামলার সাথে নারী ও শিশু জড়িত সেসব বিশেষ বিবেচনায় নিষ্পত্তি করা।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
	● মামলা পরিচালনার সময় সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	মধ্যমেয়াদী	
	● নারী ও শিশুর মামলা পরিচালনায় প্রয়োজনে ক্যামেরা ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা।	স্বল্পমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
চ) শিশু আদালত	● দেশের প্রতিটি জেলায় ন্যূনতম একটি শিশু আদালত স্থাপন করা।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
	● অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশুদের বিচারকার্য দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা। ● আদালতে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা।	মধ্যমেয়াদী	
ছ) গ্রাম্য আদালত	● স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত গ্রাম্য আদালত পরিচালনা করা।	মধ্যমেয়াদী	
	● আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	স্বল্পমেয়াদী	
আইন ও বিধি-বিধান			
ক) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ খ) যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ গ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,২০০০ ঘ) এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ ঙ) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ চ) ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯ ছ) নাগরিকত্ব (সংশোধিত) আইন, ২০০৯ জ) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ ঝ) মানবপাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ ঞ) পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ ট) শিশু আইন, ২০১৩	● আইনসমূহকে সময়োপযোগী করা। ● আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ। ● বিভিন্ন পেশাজীবীকে আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
ঠ) তথ্য ও প্রযুক্তি (সংশোধিত) আইন, ২০১৩ ড) বৈদেশিক অভিবাসন (সংশোধিত) আইন, ২০১৩ ঢ) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩ ণ) জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০			
নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন			
	● ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক (ডিএনএ) আইন পাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
	● যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	মধ্যমেয়াদী	
	● মানবপাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ এর বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	স্বল্পমেয়াদী	
	● সহিংসতার শিকার নারী ও শিশু এবং স্বাক্ষীর সুরক্ষা আইন।	মধ্যমেয়াদী	
	● গৃহকর্মে নিয়োজিত নারী ও শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা আইন	মধ্যমেয়াদী	
	● প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইনে ও এর বিধিতে সহিংসতার শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুর সুরক্ষা বিষয়টি সংযুক্ত করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	● শিশুকে অসৎ কাজে বাধ্য করা বা প্ররোচনা করা আইন বাস্তবায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা	মধ্যমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
আইনী সহায়তা			
ক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সহিংসতা শিকার নারী ও শিশু আইনী সহায়তা প্রদান।	● পাবলিক প্রসিকিউটর ও বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটরের যথাযথভাবে মামলা পরিচালনার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
	● মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য পদ্ধতিগত সংস্কার সাধন।	স্বল্পমেয়াদী	
	● স্পর্শকাতর মামলার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	● দেশের সর্বত্র আইনী সহায়তার কার্যক্রম বিস্তৃত করা।	মধ্যমেয়াদী	
	● উপজেলা পর্যায়ে আইনী সহায়তার জন্য বিশেষ সেল গঠন করা। এই সেলগুলিতে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুর জন্য উপযুক্ত সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা রাখা।	দীর্ঘমেয়াদী	
	● জেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক মামলায় কৃতিত্বের অধিকারী আইনজীবীদের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান।	মধ্যমেয়াদী	
	● আইন সহায়তায় জড়িত আইনজীবীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	● জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিলের সহায়তার আইনজীবীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	মধ্যমেয়াদী	
	● ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর ডাক্তারী পরীক্ষা যেন সম্মানজনকভাবে হয় তা নিশ্চিত করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	● আইনী সহায়তায় প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের বিশেষ চাহিদা বিশেষতঃ সহজ প্রবেশগম্য পরিবেশ, দৃষ্টি, শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের জন্য উপযুক্ত স্বাক্ষ্য গ্রহণ, ইশারা ভাষার ব্যবহার প্রচলন করা।	মধ্যমেয়াদী	
	● মনিটরিং সেলের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা এবং এসিড সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য পুনর্বাসনের তহবিল বৃদ্ধি ও তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।	মধ্যমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
আইনী সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ			
ক) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা কর্তৃক বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান।	• জেলা জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের আইন সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ কার্যক্রম পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। • প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করার পাশাপাশি তাদের সার্পোট সার্ভিসের জন্য সহায়তা প্রদান করা।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জাতীয় আইন সহায়তা প্রদান সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন।
খ) উইমেন সার্পোট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন।	• ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ইনভেস্টিগেশন ইউনিট ও কুইক রেসপন্স টিম এর মাধ্যমে ভিকটিমদের আইনী সেবা নিশ্চিত করণ।	স্বল্পমেয়াদী	
গ) ৬টি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কর্তৃক আইনী সহায়তা প্রদান।	• নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের সহায়তা ও বিশেষ সেবার নির্দেশনা থাকা।	মধ্যমেয়াদী	
ঘ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল (জাতীয় মহিলা সংস্থার সদরদপ্তরে অবস্থিত) কর্তৃক আইনী সহায়তা প্রদান।	• জাতীয় মহিলা সংস্থার সদরদপ্তরে অবস্থিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। • প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের সহায়তার জন্য বিশেষ সেবা যেমন আদালতে ইশারা ভাষার ব্যবহার, প্রবেশগম্যতা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	মধ্যমেয়াদী	
ঙ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার কর্তৃক আইনী পরামর্শ প্রদান।	• হেল্পলাইন সেন্টার কর্তৃক আইনী পরামর্শ প্রদান নিশ্চিতকরণ।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংগঠন।
চ) ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং ডিভিশনাল ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে মামলায় সহায়তা প্রদান।	• ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং ডিভিশনাল ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে মামলার সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ।	স্বল্পমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
ছ) ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে আইনী সহায়তা প্রদান	• ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে আইনী সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ। • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার সহিংসতার শিকার প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানে সক্ষম হওয়া।	স্বল্পমেয়াদী	
জ) ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর মাধ্যমে আইনী পরামর্শ।	• ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে স্থানীয় আইন সহায়তা প্রদান সংস্থা এবং বেসরকারি সংগঠন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের সাথে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরী।	মধ্যমেয়াদী	
ঝ) বিভিন্ন জেলায় বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা	• বিভিন্ন জেলায় বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা নিশ্চিতকরণ।	মধ্যমেয়াদী	
প্রশিক্ষণ ও প্রচারণা কার্যক্রম			
ক) বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ। খ) বিচার বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ। গ) পাবলিক প্রসিকিউটর ও বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটরদের জন্য প্রশিক্ষণ। ঘ) ফরেনসিক ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষণ। ঙ) ডিএনএ বিশেষজ্ঞদের জন্য প্রশিক্ষণ। চ) ক্রাইম রিপোর্টার্সদের জন্য প্রশিক্ষণ।	• আইন সহায়তায় জড়িত আইনজীবীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রস্তুতপূর্বক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ।
	• ডাক্তার, নার্স এবং পুলিশসহ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	• জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সেলের সহায়তায় আইনজীবীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্বল্পমেয়াদী	
	• নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক মামলায় কৃতিত্বের অধিকারী আইনজীবীদের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান।	স্বল্পমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
	• আদালতসমূহকে নারী ও শিশুবান্ধব করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	স্বল্পমেয়াদী	
	• আরবিট্রেশন কাউন্সিলের বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা। আরবিট্রেশন কাউন্সিলের প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি স্পষ্ট থাকা।	মধ্যমেয়াদী	
	• পারিবারিক সহিংসেতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর বিষয়ে সারা দেশে জনসচেতনতামূলক প্রচার চালানো।	স্বল্পমেয়াদী	
	• নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসেতা বা নির্যাতন প্রতিরোধে সকল ধরণের আইন সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচার অভিযান কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	• এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর কার্যকরী প্রয়োগের জন্যে এসিড ব্যবহারকারী ও বিক্রেতাদের নিয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।	স্বল্পমেয়াদী	
	• সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের জন্য শিশু আইন, ২০১৩ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	স্বল্পমেয়াদী	



তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন

৩.১ পটভূমি

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে সামাজিক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনা গড়ে তোলার জন্য সমাজে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে। ব্যক্তির মনোভাব পরিবর্তন হলে ক্রমান্বয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যম সমাজে নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যম সচেতনতামূলক কার্যক্রম, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করতে পারে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

৩.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

ক) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯[৪৯]

- পুরুষ ও নারীর চিরাচরিত ভূমিকার ভিত্তিতে যেসব কুসংস্কার, প্রথা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে পুরুষ ও নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের ধরন পরিবর্তন করা (অনুচ্ছেদ ৫ এ)।
- সহশিক্ষা এবং পুরুষ এবং নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক ভিন্ন ধরণের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচী সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরণের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যেকোন নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণ (অনুচ্ছেদ ১০ খ)।

খ) বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫[৫০]

- নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং কুসংস্কার এবং গতানুগতিক মনোভাবের পরিবর্তন করে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণে লক্ষ্যে শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ (অনুচ্ছেদ ১২৪ কে)।
- নারী এবং পুরুষের ইতিবাচক ভাবমূর্তি সঠিকভাবে গণমাধ্যমে প্রচার এবং জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মিডিয়া কর্মীদের জন্য একটি গাইডলাইন প্রণয়ন (অনুচ্ছেদ ১২৫ জে)।

৪৯ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯
৫০ বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫

গ) নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩

- সকলের অংশগ্রহণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূরীকরণ (ধারা ৫ বি) [৫১]

ঘ) সার্ক কনভেনশন অন প্রিভেন্টিং এন্ড কমবেটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এন্ড চিলড্রেন ফর প্রস্টিটিউশন ২০০২।

- এই সনদ অনুযায়ী পাচারকৃত নারী ও শিশুদের সমস্যা এবং এর অন্তর্নিহীত কারনের পাশাপাশি নারীর নেতিবাচক উপস্থাপন সম্পর্কে মিডিয়ার সহায়তায় সচেতনতা সৃষ্টি করবে (অনুচ্ছেদ ৮.৮) [৫২]

৩.৩ আইন, পরিকল্পনা ও নীতি

ক) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ [৫৩]

(১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হইয়াছেন এইরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপরে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদপত্রে বা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাইবে যাহাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করা হইলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদন্ডে বা অনুর্দ্ধ এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন (ধারা ১৪)।

খ) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৫৪]

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সকল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের ম্যাধমে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা (১৯.৯)।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা (১৯.১০)।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও যুবকদেরকে সম্পৃক্ত করা (১৯.১১)।

গ) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

- .....শিশুদের উপর সহিংসতা, নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে (৬.৭.১)[৫৫]

৩.৪ লক্ষ্য

নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে আচরণগত ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মানসিক চিন্তাধারার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন।

৫১ নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩।
৫২ সার্ক কনভেনশন অন প্রিভেন্টিং এন্ড কমবেটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এন্ড চিলড্রেন ফর প্রস্টিটিউশন ২০০২।
৫৩ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০।
৫৪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১।
৫৫ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১।

৩.৫ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছক

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া			
ক) টেলিভিশন ও রেডিও এর জন্য স্পট, নাটক, সিরিয়াল, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও গান। খ) প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারণা	● সমাজে নেতিবাচক ধ্যানধারনা প্রতিরোধে টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার ।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় । সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস ।
	● নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে নিয়মিত প্রদর্শন ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ইত্যাদি) সম্পর্কে রেডিও এবং টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, স্পট এর আয়োজন করা ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● রেডিও এবং টেলিভিশনে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে লাইভ প্রোগ্রাম প্রচার ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● দৈনিক প্রত্রিকাসমূহে বিভিন্ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং উন্নয়মূলক বিজ্ঞাপন প্রচার ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● গৃহকর্মে অংশগ্রহণ এবং শিশুর যত্নে পুরুষদের ভূমিকার উপর গণমাধ্যমে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন ।	মধ্যমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
	● সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর সেবা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার লক্ষ্যে আলামত সংরক্ষণের জন্য প্রচারণা বৃদ্ধি ।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় । সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস ।
	● মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার সাম্যতা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্তকরণ ।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।
	● ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নারী ও শিশুর প্রতি সংবেদনশীল আচরণের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান ।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ।
	● ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয় অর্ন্তভূক্তি ।		
	● নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মোবাইলে ফোনে মেসেজের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা ।		

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
গ) জনসচেতনতামূলক পোস্টার, বুকলেট, স্টিকার, বিলবোর্ড ইত্যাদি প্রস্তুত এবং বিতরণ।	● সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক পোষ্টার ও বিলবোর্ড স্থাপন।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
	● প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।		
	● মানবপাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ এর আলোকে পোস্টার ও লিফলেট তৈরী ও বিতরণ করা।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংগঠন।
	● মানবপাচার প্রবণ এলাকায় অভিভাবকদের নিয়ে পাচারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।	স্বল্পমেয়াদী	
	● সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর ১০৯২১ এর প্রচারণা বৃদ্ধি।	স্বল্পমেয়াদী	
	● সহিংসতার শিকার শিশুদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর ১০৯৮ এর প্রচারণা বৃদ্ধি	স্বল্পমেয়াদী	
	● বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিলবোর্ড ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপন।	স্বল্পমেয়াদী	
ঘ) প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মকর্তাদের জেন্ডার সংবেদনশীলতার উপর প্রশিক্ষণ।	● গণমাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহের নীতিগত মান বিবেচনা বা পর্যালোচনা করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস।
ঙ) গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ।	● গণমাধ্যমের জন্য যৌন নিপীড়ন বিরোধী আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ।	স্বল্পমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
জনপ্রিয় লোকজ প্রোগ্রাম			
ক) পথনাটক, মঞ্চনাটক, পালাগান, যাত্রা, কবিগান। খ) স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ গ) পটগান, গম্ভীরা, জারীগান ইত্যাদি।	● বিনোদনমূলক পথনাটক, লোকসঙ্গীত ও স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস।
দক্ষতা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ			
ক) বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, ডাক্তার, পুলিশ, বিচারক, নার্স, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের জেন্ডার সংবেদশীলতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।	● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
	● জেলা, উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন পেশাজীবিদের জন্য ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন		
	● স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেন্ডার এনজিও স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন ইউনিট (জিএনএসপিইউ) এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার ডাক্তার ও নার্সদের জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্বল্পমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
খ) ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে স্কুল এবং কলেজের শিক্ষকদের সাপোর্টিভ কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	● শিক্ষকদের নিয়মিত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
	● মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার মানকে উন্নত করার লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারীর জন্যে পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা।	মধ্যমেয়াদী	সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম			
ক) নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম।	● শিক্ষা কারিকুলামে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরূপ প্রভাবের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
	● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার কুফল নিয়ে আলোচনা করা।	স্বল্পমেয়াদী	সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
কমিউনিটি মোবিলাইজেশন			
ক) তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও কমিউনিটি মিটিং।	● তৃণমূল পর্যায়ে উঠান বৈঠক এবং কমিউনিটি মিটিং নিয়মিতকরণ।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।
	● জেন্ডার সমতা আনয়নের উদ্দেশ্যে ছেলে ও মেয়ে শিশুর বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে কমিউনিটি ভিত্তিক পারিবারিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা।	দীর্ঘমেয়াদী	সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংগঠন।

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
খ) জেন্ডার সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন।	● পারিবারিক দম্ব ও পিতা মাতার অ-সহনশীল আচরণের কারণে সন্তান বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে বিষয়ে প্রচারের ব্যবস্থা থাকা।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	● অভিভাবকদের সভায় যৌন হয়রানি, বাল্যবিবাহ, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বেআইনী ফতোয়া এবং পাচার বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।	মধ্যমেয়াদী	সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	● নারী ও শিশুর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ এবং নির্যাতন প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পুরুষদের স্বীকৃতি প্রদান।	দীর্ঘমেয়াদী	
	● কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি।	স্বল্পমেয়াদী	
	● নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরূপ মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষ্যে সমাজে এবং পরিবারে নারীর অবদানের বিষয়ে প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন।	স্বল্পমেয়াদী	
	● সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারীর নেপথ্যে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য পরিবারের সংশ্লিষ্ট সদস্যকে পুরস্কৃত করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	● পারিবারিক এবং পারস্পরিক দ্বন্দ নিরসনে বাবা-মা এবং সন্তানদের মধ্যে সোহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে সকল ক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● যৌতুক নিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং নারী ও শিশুর প্রতি যেকোন ধরণের সহিংসতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে অভিভাবক, বিবাহ নিবন্ধক, ধর্মীয় প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বল্পমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
	• স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সচেতনতার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণ • বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধে ব্যাপক গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	• বার্ন এবং এসিড নিক্ষেপের পরে আক্রান্তব্যক্তির তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য করণীয় বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। • শিশু শ্রমের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অভিভাবক, সাধারণ জনগণ এবং মালিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।	স্বল্পমেয়াদী	
পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময়			
• ডিএনএ পরীক্ষার আইনী প্রয়োগের বিষয়ে পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় করা। • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার কাযক্রর্ম সম্পর্কে অবহিতকরণ।	• নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ডাক্তার, বিচারক, ম্যাজিষ্ট্রেট, শিক্ষক, পুলিশ, আইনজীবী, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময়ের আয়োজন করা।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।
	• নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক সেবা সম্পর্কে পেশাজীবীদের অবহিতকরণ।	দীর্ঘমেয়াদী	

চতুর্থ অধ্যায়

নারী ও শিশুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

চতুর্থ অধ্যায়

নারী ও শিশুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

৪.১ পটভূমি

নারী ও শিশু নির্যাতনের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা এবং দারিদ্রতা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মুলধারায় সম্পৃক্ত না করার ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করাসহ টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ মানবসম্পদের কোন বিকল্প নাই। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর পূর্বশত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ। সরকার নারীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর তথা নির্যাতনের মাত্রা হ্রাসের প্রচেষ্টায় শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষা বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি এবং প্রণোদনা প্রদান কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও ভিজিডি কর্মসূচী, দুস্থ নারীদের ভাতা প্রদান এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে।

৪.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

- রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন.....(অনুচ্ছেদ ১৫)।

৪.৩ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

ক) মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮

- .....এবং ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ের অধিকার রয়েছে (ধারা ২২) [৫৬]

খ) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯[৫৭]

- পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, একই অধিকার, ...নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবিনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৩)।
- পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও তা থেকে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পল্লী এলাকায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে....(অনুচ্ছেদ ১৪)।

গ) বেইজিং ঘোষণা এবং প্লাটফরম কর অ্যাকশন ১৯৯৫

- ১৯৯৫ সালের বেইজিং ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১২ টি সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়। তন্মধ্যে নারীর সমান অধিকার ও অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনী এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পুনঃপরীক্ষা করার ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়।

[৫৬] মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮
[৫৭] নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯

৪.৪ পরিকল্পনা ও নীতি

ক) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৫৮]

- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা (২৫.১)।
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা (২৩.৪)।

৪.৫ লক্ষ্য

নারী ও শিশুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টি এবং প্রাপ্তির নিশ্চয়তা।

[৫৮] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

৪.৬ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছক

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় কার্যক্রম			
ক) দরিদ্র, বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান।	● দরিদ্র, বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতার পরিমান এবং সংখ্যা বৃদ্ধি।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা অর্থ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
খ) ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সারাদেশে হতদরিদ্র মহিলাকে খাদ্য বিতরণ।	● ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ বৃদ্ধি।	স্বল্পমেয়াদী	
গ) দুঃস্থ মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান	● মাতৃত্বকালীন ভাতার পরিমান বৃদ্ধি।	স্বল্পমেয়াদী	
ঘ) ল্যাকটেটিং মা ভাতা প্রদান	● ল্যাকটেটিং মা ভাতার পরিমান বৃদ্ধি।	মধ্যমেয়াদী	
ঙ) নারীর দারিদ্রতা হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ভাতা প্রদান।	● বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতার পরিমান বৃদ্ধি।	মধ্যমেয়াদী	
চ) দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রম।	● দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ।	স্বল্পমেয়াদী	
ছ) বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম	● বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতার পরিমান বৃদ্ধি।	স্বল্পমেয়াদী	
জ) সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের আওতায় এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন।	● সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ।	মধ্যমেয়াদী	
ঝ) ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।	● সহিংসতার শিকার দুঃস্থ মায়েদের শিশুর উন্নত পড়া-লেখার বিষয়ে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান। ● দরিদ্র, দুস্থ শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তির পরিমান এবং সংখ্যা বৃদ্ধি।	দীর্ঘমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম			
ক) দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ৫% সার্ভিস চার্জে সর্বোচ্চ ১৫০০০ টাকা করে দারিদ্র বিমোচনে ঋণ প্রদান। খ) বাংলাদেশের ২০ টি জেলা ও ১৬৪টি উপজেলায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এনাবলিং এনভাওরনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস্ প্রকল্পের মাধ্যমে এতিম অসহায় সুবিধা বঞ্চিত ৬ হতে ৮ বছরের শিশুদের প্রতি মাসে ২০০০ টাকা প্রদান	● দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণের পরিমান ও বরাদ্দবৃদ্ধি।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংগঠন।
	● সহিংসতার শিকার নারীদের বিনাসুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।	মধ্যমেয়াদী	
জীবনদক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম			
ক) নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা যাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৭ টি আবাসিক ২০১টি অনাবাসিক এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার ১১৫ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জীবন নির্বাহী, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ যেমন: মহিলাদের সেলাই, কম্পিউটার ও বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	● সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য বিভিন্ন খাতে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংগঠন।
	● স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনদক্ষতা প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নির্যাতনের শিকার নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান।	স্বল্পমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা কার্যক্রম			
ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মহিলাদের জন্য বিনা জামানতে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা।	• সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য ও বেসরকারি সংগঠন।
বিপণন ও বাজারজাতকরণ			
ক) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলা সমিতির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে জয়িতা নামক বিপণন কেন্দ্র চালু।	• নির্যাতনের শিকার নারীদের যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংগঠন।
	• নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র নিরসনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ শনাক্তকরণ।	দীর্ঘমেয়াদী	
খ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাগণের হাতের তৈরী দ্রব্যাদি প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য ঢাকা আনারকলি সুপার মার্কেটে সোনার তরী নামে একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।	• আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি ও বাজারমুখি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	মধ্যমেয়াদী	
	• নির্যাতনের শিকার নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।	মধ্যমেয়াদী	
	• বিভাগীয় পর্যায়ে এসিডদগ্ধ নারী, শিশুদের জন্য পুনর্বাসনের। ব্যবস্থা করা।	দীর্ঘমেয়াদী	



পঞ্চম অধ্যায়

সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর জন্য সুরক্ষা সেবা

৫.১ পটভূমি

নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ঘটনা পরবর্তী নারী ও শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করা অপরিহার্য। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবাসমূহের পরিধি বৃদ্ধি এবং বিস্তৃত সেবাসমূহ শক্তিশালী করা প্রয়োজন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর সহায়তায় বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ কেন্দ্রে নির্যাতনের শিকার নারীদের আশ্রয়, বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ ও মামলা পরিচালনার জন্য সহায়তা দেয়া হয়। ৭টি বিভাগীয় শহরসহ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ও এর মাধ্যমে একই জায়গা থেকে সমন্বিতভাবে চিকিৎসা সেবা, আইনগত সেবা, পুলিশী সহায়তা, আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী, শিশু বা তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলে তার সমস্যা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন এবং নির্যাতনের ধরণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ প্রদান করেন। দেশের ৪০টি জেলা এবং ২০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আশ্রয় কেন্দ্র এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিরাপদ আবাসন, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের আশ্রয়কেন্দ্র সময়ে নারী ও শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

- আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার .....(অনুচ্ছেদ ৩১)।

৫.৩ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

ক) মানবাধিকারের সার্বজনিন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮

- সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে....(ধারা ২২) [৫৯]

খ) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে বিলোপ সনদ ১৯৭৯

- গর্ভাবস্থায় যে ধরণের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত গর্ভকালে তাদেরকে সে ধরণের কাজ থেকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা (অনুচ্ছেদ ১১.২ঘ) [৬০]

গ) বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫

- নিপীড়নমূলক সম্পর্কে আবদ্ধ বিশেষ করে বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে ঐরূপ পরিবেশে বসবাসকারী কন্যাশিশু, কিশোরী এবং তরুনীর জন্য কাউন্সেলিং, নিরাময় এবং সহায়তামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা (১২৬.গ) [৬১]

৫৯ মানবাধিকারের সার্বজনিন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮।
৬০ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে বিলোপ সনদ ১৯৭৯।
৬১ বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫।

খ) সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় নারী ও শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিত করা লক্ষ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রিজুলিউশন ১৩২৫ (২০০০):

- সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় নারী ও শিশুর নিরাপত্তা করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যৌন নির্যাতন শুধুমাত্র জেন্ডার ইস্যু নয় বরং এটি একটি নিরাপত্তাজনিত উদ্যেগের বিষয় [৬২]

ঙ) সার্ক কনভেনশেন অন প্রিভেন্টিং এন্ড কমবেটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এন্ড চিলড্রেন ফর প্রস্টিটিউশন ২০০২

- .....এই সনদ অনুযায়ী পাচার হতে উদ্ধারকৃতদের সেবা ও দেখা-শুনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাদের আইনী সহায়তা এবং স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ ৯.২) [৬৩]

চ) হ্যান্ডবুক ফর ন্যাশনাল একশন প্ল্যান অন ভায়োলেন্স এগেইন্সট উইমেন ২০১২[৬৪]

- সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নির্যাতনের শিকার নারীদের প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা, কাউন্সেলিং এর জন্য হটলাইন এবং অনলাইন সেবা চালু করা (৩.৫.৩.৩)।
- নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য নির্যাতন পরবর্তী তাৎক্ষনিক এবং দীর্ঘমেয়াদী কাউন্সেলিং সেবা সহ অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করা (৩.৫.৩.৩)।

৫.৪ আইন ও বিধি

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩।

৫.৫ নীতি ও পরিকল্পনা

ক) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৬৫]

- বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা (১৬.১৮)।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যাশিশুরা যেন কোনরূপ যৌন হয়রানী, পর্নোগ্রাফী, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা (১৮.৬)।

খ) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১[৬৬]

- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো শিশু-বান্ধব করা এবং পরিচর্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এতিম, অসহায় জরুরী অবস্থায় সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা হবে (৬.১২.৪)।
- দুর্যোগের জরুরী অবস্থায় কন্যাশিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ....(৬.১২.২)।
- কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা, বিয়ে, পাচার, বাণিজ্যিকভাবে যৌন কাজে বাধ্য করা এবং অন্যান্য সকল ক্ষতিকর কাজ থেকে রক্ষার মাধ্যমে তাদের সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে (৭.৪)।

৫.৬ লক্ষ্য

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর সুরক্ষা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬২ সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় নারী ও শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিত করা লক্ষ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রিজুলিউশন ১৩২৫ (২০০০)
৬৩ সার্ক কনভেনশেন অন প্রিভেন্টিং এন্ড কমবেটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এন্ড চিলড্রেন ফর প্রস্টিটিউশন ২০০২
৬৪ হ্যান্ডবুক ফর ন্যাশনাল একশন প্ল্যান অন ভায়োলেন্স এগেইন্সট উইমেন ২০১২
৬৫ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
৬৬ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা			
ক) বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত ৮ টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এর কার্যক্রম।	● প্রতিটি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
	● প্রতিটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
	● সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য গাইডলাইন তৈরী।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
খ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দেশের ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর কার্যক্রম।	● প্রতিটি উপজেলায় ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
গ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের কার্যক্রম	● ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা তথ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
ঘ) ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কার্যক্রম	● বিভাগীয় পর্যায় ৬টি আঞ্চলিক ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন।	দীর্ঘমেয়াদী	
	● সকল উপজেলায় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার বিস্তৃতি।	মধ্যমেয়াদী	
ঙ) বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	● প্রতিটি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ নমুনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
	● উপজেলা পর্যায়ে সহিংসতার শিকার শিশু, কিশোরী ও নারীর মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষা নিশ্চিত করা।	দীর্ঘমেয়াদী	
চ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল	● মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা।
ছ) ২টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার	● ৬ টি থানায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা বেসরকারি সংগঠন।

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
জ) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ণ ও প্লাষ্টিক সার্জারি ইউনিট	● বিভাগীয় পর্যায়ে ৬ টি বার্ন ইউনিট স্থাপন	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বেসরকারি সংগঠন।
	● সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ণ ইউনিট স্থাপন।	দীর্ঘমেয়াদী	
	● জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সরকারি শল্য চিকিৎসকদের বার্ণ এবং প্লাস্টিক সার্জারী বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।	দীর্ঘমেয়াদী	
ঝ) নারী বান্ধব হাসপাতাল (১৩টি)	● প্রতিটি হাসপাতালে নারী-বান্ধব পরিবেশ তৈরী করা।	মধ্যমেয়াদী	
ঞ) শিশু বান্ধব হাসপাতাল	● জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশুবান্ধব হাসপাতাল সৃষ্টি করা।	মধ্যমেয়াদী	
ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত মানবপাচার বিরোধী সেল স্থাপন	● প্রতিটি থানায় ন্যূনতম একজন নারী পুলিশ উপ-পরিদর্শক নিয়োগ করা।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স।
ঠ) ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র (৪৫০১)	● দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্প্রসারণ	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
ড) ইউনিয়ন পর্যায়ে ১২ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক।	● ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধিকরণ।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
ঢ) ৩৭৯টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব	● প্রতিটি ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম বিস্তৃতিকরণ।	দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
সামাজিক সুরক্ষা			
ক) পুলিশ সদর দপ্তরে অবস্থিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল খ) উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন। গ) মহিলা সহায়তা কেন্দ্র ঘ) ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ঙ) উইমেন ফ্রেন্ডলী হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের ব্যবস্থা করা চ) নারী শিশু পাচার রোধে কমিউনিটি লিডার, ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রচারনা চালানো ছ) বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে গমনকারী নারীদের জন্য স্মার্ট কার্ড প্রদান	● জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সুরক্ষামূলক সেবা বিস্তৃত করা।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
	● প্রতিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম একজন শিক্ষককে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ প্রদান।	দীর্ঘমেয়াদী	
	● জেলা পর্যায়ে সহিংসতা প্রবণ এলাকায় মহিলা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন।	মধ্যমেয়াদী	
	● কমিউনিটি বেইজড পুলিশিং ফোরামে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষ ও যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	মধ্যমেয়াদী	
	● জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্বল্পমেয়াদী	
	● ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মকর্তাদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্বল্পমেয়াদী	
	● প্রতিটি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে কেইস ম্যানেজমেন্ট এপ্রোচ চালু করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	● সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ১৪ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	মধ্যমেয়াদী	
	● কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা জোরদারকরণ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● সীমান্তবর্তী এলাকায় নারী ও শিশু পাচাররোধে কঠোর নজরদারি স্থাপন।	স্বল্পমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
ঙ) নারীর প্রতি সহিংসতার সার্ক সম্পর্কিত ডাটাবেইজ, যেমন জেন্ডার ইনফো বেইজ	● পাচাররোধে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।	স্বল্পমেয়াদী	
	● এসিডের সহজলভ্যতা রোধ করার ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন।	স্বল্পমেয়াদী	
	● এসিডদগ্ধ নারী ও শিশুদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির সম্প্রসারণ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● কর্মজীবি নারীর সন্তানদের সুরার জন্য শিশু দিবাযত্নের কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি।	স্বল্পমেয়াদী	
	● বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্কিং শক্তিশালীকরণ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● গৃহকর্মী (অধিকার ও সুরক্ষা) আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন।	স্বল্পমেয়াদী	
	● রাস্তাঘাট, বিপনন কেন্দ্র, পাবলিক টয়লেট, পাবলিক বাস, ট্রেন, বিউটি পার্লার, বিনোদন স্থান নারী ও শিশুর সুরক্ষা রায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● স্মার্ট কার্ড ব্যবহারকারী নারীদের জন্য বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনে হেল্পলাইন প্রচলন।	স্বল্পমেয়াদী	
	● কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনকারী নারী ও শিশুর সঠিক পরিসংখ্যানসহ বিস্তারিত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত থাকতে হবে।	স্বল্পমেয়াদী	
	● পাচার প্রতিরোধ এবং অভিবাসী নারীদের সহায়তার জন্য বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।	স্বল্পমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
	● দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিনোদন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি টিভি স্থাপন।	স্বল্পমেয়াদী	
	● দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে শিশু ও কিশোরীদের পৃথক ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা। ● দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যাশিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ; তাদের মানসিক কাউন্সেলিং প্রদান এবং প্রজনন স্বাস্থ্যে প্রতি বিশেষ নজর দেয়া।	স্বল্পমেয়াদী	
	● দেশের বাইরে সংঘটিত নারী ও শিশু নির্যাতনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	স্বল্পমেয়াদী	
আর্থিক সুরক্ষা			
ক) দরিদ্র, বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান	● নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষনিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এই সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে বিশেষ তহবিলের সংস্থান করা।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা অর্থ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
	● নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানসহ দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।	মধ্যমেয়াদী	
আইনগত সুরক্ষা			
ক) ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম খ) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ গ) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩	● আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ ও জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন।	স্বল্পমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।
	● মানবপাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ বিষয়ে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচার বিভাগ এবং মানবাধিকার কর্মীদের অবহিত করা ও কর্মশালার আয়োজন।		
	● যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন, নীতিমালা প্রণয়ন এবং নারী ও শিশুর সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ নজরদারি করা।		

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিকার এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা

৬.১ পটভূমি

সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য নিরাময় এবং পুনবার্সন সেবা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রাপ্ত সম্পদের সর্বাত্তক ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় ওসহযোগীতা বজায় রেখে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য পুনবার্সন সেবা জোরদার করা প্রয়োজন।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় সহিংসতার শিকার, অসহায়, দুঃস্থ নারীদের আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং সাময়িক অবস্থানের জন্য আবাসন কেন্দ্র রয়েছে। সহিংসতার শিকার নারী অনুর্ধ্ব ১২ বছরের নীচে ২টি সন্তানসহ কমপক্ষে ৬ মাস অবস্থান করতে পারে। এছাড়াও মহিলা, শিশু ও কিশোরীগণ বিচারকালীন সময়ে নিরাপদ হেফাজতে জেলখানায় সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মিশে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় বিধায় গাজীপুর জেলার কাসিমপুরে মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের কারাগারে দুর্বিসহ এবং অমানবিক পরিবেশ হতে নিরাপদ হেফাজতসহ রক্ষনাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, কাউন্সিলিং ও আত্মোপলব্ধির জন্য সরকার সমাজসেবা অধিদফতরের সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা এবং অন্যান্য বিভাগে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আদালতের মাধ্যমে এ সব কেন্দ্রে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের প্রেরণ করা যায়। যে সমস্ত নিবাসীর আইনগত সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সহযোগিতা দেয়া হয়।

এছাড়াও সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় ৬ বিভাগে ৬ টি ১৮ বছরের নীচে সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, কাউন্সিলিং ও গাইডেন্সের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করা হয়। তাছাড়া দারিদ্র ও অসহায়ত্বের কারণে যে সকল শিশু ও তরুনী অনৈতিক ও অসামাজিক চক্রের কবলে পড়ে তাদেরকে উদ্ধারপূর্বক এসব কেন্দ্রে ভর্তি করে রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উপায়ে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

৬.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

ক) বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫[৬৭]

- সহিংসতার শিকার কন্যাশিশু এবং নারীদের জন্য চিকিৎসা, মানসিক ও অন্যান্য কাউন্সেলিং সেবা এবং বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে আইনী সেবাসহ যথাযথ সহায়তা সম্বলিত একটি আদর্শমানের আশ্রয়কেন্দ্র এবং উপশমমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে, যাতে করে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয় (১২৫ এ)।

- সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে এর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধী ব্যক্তির জন্য কাউন্সেলিং এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান কর্মসূচি ব্যবস্থা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা (১২৫ আই)।

৬৭. বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫

৬.৩ পরিকল্পনা ও নীতি

ক) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৬৮]

- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (১৬.২)।
- একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবি ও পেশাজীবি নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা (৩৫.২)

খ) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১[৬৯]

- সকল প্রকার সহিংসতা, ভিক্ষাবৃত্তি, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শিশুদের উপর সহিংসতা, নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে (৬.৭.১)।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যা শিশুরা যেন কোনরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফী, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে (৮.৪)

৬.৪ লক্ষ্য

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর প্রতিকার এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

[৬৮] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
[৬৯] জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

৬.৫ কর্মপরিকল্পনার রূপ

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
নিরাপদ আবাসন ও শেল্টার			
ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬টি শেল্টার হোম খ) মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের জন্য নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র। গ) সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৭টি নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র। ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, চাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, শিশু পল্লী প্লাস, এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, আরডিআরএস, অপরাজেয় বাংলাদেশ এর শেল্টার হোম, ড্রপ ইন সেন্টার ও হাজতের হোমস	● মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় রংপুর জেলায় শেল্টার হোম স্থাপন। ● সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় রংপুর জেলায় নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র স্থাপন। ● সকল জেলায় শেল্টার হোম, হাফওয়ে হোমস, ড্রপ ইন সেন্টার স্থাপন। ● শেল্টার হোম এবং সেফ হোমসমূহের সেবার মান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন। ■ আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত সামাজিক নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তনে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা। ● নির্যাতনের শিকার নারীর শিশুর জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন।	স্বল্পমেয়াদী স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী মধ্যমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা তথ্য মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংগঠন।
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ			
ক) ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (৮) খ) ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার গ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার	● যৌন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর আত্মহত্যার প্রবণতা হ্রাসের ক্ষেত্রে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি। ● নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সেবাগ্রহণকারীদের ইশারা ভাষার প্রশিক্ষণ প্রদান। ● কেইস ম্যানেজমেন্ট এপ্রোচ চালু করণ	মধ্যমেয়াদী মধ্যমেয়াদী মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
	● বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে অন্যান্য স্টাফ এর মতো একজন নিয়মিত কাউন্সেলর নিয়োগ প্রদান।	দীর্ঘমেয়াদী	
পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রিকরণ কার্যক্রম			
ক) দুঃস্থ নারীদের সরকারি-বেসরকারি সহায়তা খ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি গ) যুবক-যুবতীদের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘ) সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	● শেল্টার/সেফ হোমে নারীদের আত্মকর্মস্থানের জন্য জীবননির্বাহী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করা।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংগঠন।
	● শেল্টার হোম/সেফ হোম পরিত্যাগের পরে তাদের আত্মকর্মসংস্থান বা চাকুরী বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার সাথে নেটওয়ার্ক স্থাপন।	দীর্ঘমেয়াদী	
	● পাচার হতে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বল্পমেয়াদী	
	● পাচার থেকে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	● পাচারপ্রবণ এলাকায় মানবপাচারের শিকার নারী ও শিশুর সার্পোট সেন্টার বাস্তবায়ন করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	● পাচারপ্রবণ এলাকায় পাচার থেকে উদ্ধারকৃতদের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনগুলোর ম্যাপিং করা।	স্বল্পমেয়াদী	
	● পাচার থেকে উদ্ধারকৃতদের সরকারি ও বেসরকারি শেল্টার হোমে পুর্নবাসন এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	মধ্যমেয়াদী	
	● সমাজে পুনঃএকত্রিকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	দীর্ঘমেয়াদী	
	● পাচার থেকে উদ্ধারকৃতদের তাদের নিজস্ব পরিবারে পুনঃএকত্রীকরণের ব্যবস্থা করা।	দীর্ঘমেয়াদী	
	● পাচার থেকে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা। ● রংপুর বিভাগে সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন	মধ্যমেয়াদী	

বর্তমান কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা			
ক) কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (২টি) এবং কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র (১টি)	● পাচারকৃত নারী ও শিশুদের উদ্ধারের জন্য আইন-শৃংখলা বাহিনী তৎপরতা বৃদ্ধি এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ।	মধ্যমেয়াদী	মূল মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংগঠন।
	● বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি, আইনশৃংখলা বাহিনীর পদক্ষেপ গ্রহণ	স্বল্পমেয়াদী	
	● শহর, গ্রামাঞ্চলে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি		
	● সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর ফরেনসিক পরীক্ষার প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রদান।		
	● কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এবং কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি।		

সপ্তম অধ্যায়

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

সপ্তম অধ্যায়

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

৭.১ লক্ষ্য

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি
- ন্যাশনাল একশন প্ল্যান সাপোর্ট ইউনিট।
- জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি।
- উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি।
- ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি।

৭.৩ সমন্বয় ও সহযোগিতা

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মূল সমন্বয়কারী হলো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় একশন প্ল্যান সাপোর্ট ইউনিটের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একশনপ্ল্যান সাপোর্ট ইউনিট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং তাদের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম নির্ধারণ করবে।
- মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/একশন প্ল্যান সাপোর্ট ইউনিট এবং সহযোগী মন্ত্রণালয়সমূহের সমন্বয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। এ্যাকশন প্ল্যান সাপোর্ট ইউনিট সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং তাদের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের সাথে একশন প্ল্যান সাপোর্ট ইউনিট নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেটওয়ার্কিং গড়ে তুলবে।

৭.৪ বাস্তবায়ন কৌশল

ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স:

এই সেন্টারের মূল লক্ষ্য হলো নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের উদ্যোগকে সহায়তাসহ সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

টারের মূল কার্যক্রম:

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

নির্যাতন প্রতিরোধে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন এবং পরিমার্জনের জন্য সুপারিশ গ্রহণ করা।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের তথ্য ও উপাত্ত হালনাগাদকরণ এবং ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা।